প্রথম আলো

তারিখ 14 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণবিজ্ঞপ্তি

অবৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সনদ নি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক

অবৈধ ও অননুমোদিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া সনদের বৈধতা সম্পর্কে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ক্ষেত্রে কেউ দেশি-বিদেশি অবৈধ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রতারিত হলে সরকার তার দায়দায়িত্ব নেবে না। গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই 'বিশেষ সতর্কীকরণ গণবিজ্ঞপ্তি' তথ্য বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, খুব শিগগির বৈধ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। ঢাকার বাইরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শাখা ও কেন্দ্রগুলো বৈধ কি না—এ সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এ জেড এম শফিকুল আলম বলেন, 'মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এখন কোথাও বৈধ বা অনুমোদিত কোনো শাখা নেই। তাই নতুন করে কেউ ভর্তি হলে এর দায়দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের নয়।'

গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সাত পর্বে 'উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা' শিরোনামে *প্রথম আলোয়* এ সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকালের বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অতি মুনাফালোভী চরম ব্যবসায়ী চরিত্রের কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত্রতত্র এমনকি জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আরআরসি, স্টাডি সেন্টার, কোচিং সেন্টার, দূরশিক্ষণ কেন্দ্র, ভর্তি কেন্দ্র, তথ্যকেন্দ্র প্রভৃতি নামে-বেনামে আউটার ক্যাম্পাস খুলে উচ্চশিক্ষাকে মারাত্মক অবনতির পর্যায়ে নিয়ে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার উচ্চশিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণের স্বার্থে এবং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আউ ক্যাম্পাসে নতুন আর কোনো ছাত্রছাত্রী করা যাবে না। তবে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী কোর্স যথাযথ মান বজায় রাখা সাপেক্ষে স করা যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমো দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের বিষ একই ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অর্থাৎ কো প্রতিষ্ঠানই দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ছাত্র ভর্তি কর পারবে না।

মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয় রঞ্জিত কুমার সেনের সই করা ওই বিজ্ঞপ্তি আরও বলা হয়, 'সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিক্ষার্থীগণ অননুমোদিত কথিত বিশ্ববিদ্যাল উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালে অননুমোদিত আউটার ক্যাম্পাস, দূরশিক্ষণ কে আরআরসি, স্টাডি সেন্টার, ভর্তি কে রিজিওনাল সেন্টার, তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি না অভিহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রতারি হচ্ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব অবৈ প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বা অবৈধভাবে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। অতি সম্প্রতি কো কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এতদবিষ ধারাবাহিক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, দে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও ব্যাপ সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চশি সুলভকরণ এবং এর মাধ্যমে দক্ষ জনশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের আওতায় বর্তমা ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে এ এগুলোর বেশির ভাগেরই সাময়িক সনদে মেয়াদ বেশ আগেই উত্তীর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে